Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৪ আগস্ট, ২০২০

৪৩ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৩ আগস্ট, ২০২০, সোমবার, ১৮ শ্রাবণ, ১৪২৭

পুতুণ্ডা গ্রামে বিজেপি, তৃণমূল মাথা নত করলো খেতমজুর আন্দোলনের কাছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : টানা ৯ দিন ধর্মঘটের পর পুতুণ্ডা গ্রামে জয় ছিনিয়ে নিল খেতমজুরারা। ২ আগস্ট মালিকপক্ষের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ২২০ টাকা ও ২ কেজি চালের চুক্তিতে কাজে যোগ দেন খেতমজুররা। এই জয় ছিনিয়ে আনতে অনেক কাঁটা বিছানো পথে হাঁটতে হয়েছে। আর.এস.এস ও তৃণমূলের সঙ্গে পুলিশি হুমকি দিয়েও ধর্মঘট ভাঙতে পারেনি। দাঁতে দাঁত চেপে না খেয়ে মাথা নত করেনি খেতমজুররা। বিশেষ করে মহিলারা পাল্টা প্রতিরোধে হটিয়ে দেয় শাসকের দালালদের। জেলা খেতমজুর ইউনিয়ন-এর নেতা জহর দত্ত জানান, আর.এস.এস, তৃণমূলকে বাদ দিয়ে সাধারণ কৃষক মেনে নেন ইউনিয়নের চুক্তি। করোনা আবহে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জোড়া ফলায় বিদ্ধ খেতমজুররা। কৃষকের ফসলের লাভজনক দর ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এরাই থাকবেন সামনের সারিতে। সাথে সাথে বিজিপি, তৃণমূলের মুখোশ খুলে গেল খেতমজুরদের কাছে। বর্ধমানের সদর ২ ব্লকের পুতুণ্ডা গ্রামের ১৪টি গরিব পাড়া কাজের শেষে বিজয় মিছিল করেন।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক গণেশ চৌধুরী অভিনন্দন জানিয়েছেন খেতমজুরদের। তিনি জানান সদর-২ ব্লকের ৪২টি গ্রামের মধ্যে ৩২টি তে মীমাংসা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই তৃণমূল-বিজেপি বাধা সৃষ্টি করেছে। ২০১২ সালেও শাসক দল পারেনি দমাতে। পুতুণ্ডা গ্রামের গরিব মানুষ নত করেনি মাথা। সেবারও জয় ছিনিয়ে আনে।

কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা নিখিলানন্দ সর প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জুলাই : আজ ভোরে প্রয়াত হলেন কৃষক নেতা নিখিলানন্দ সর। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি রাজনীতির এক বর্ণময় চরিত্র ছিলেন। তাঁর সাহস ও লড়াকু মেজাজ ও জমির আন্দোলনে ভূমিকা রূপকথার গল্পের মতো ছড়িয়ে আছে। ১৯৩৬ সালে জন্ম মঙ্গলকোটের নিগনে (কৈচর)। ১৯৫৬ সাল হতেই বাম আন্দোলন ও জমির আন্দোলনে যুক্ত হন। বেশ কয়েক বছর যবগ্রাম হাইস্কুলে শিক্ষকতা। পাশাপাশি সিপিআই(এম) পার্টির কাজে নিজকে যুক্ত করেন। ৭০ দশকে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসে আত্মগোপন করেছিলেন গুজরাট, পাঞ্জাব ও হিমাচলে। এর আগে ১৯৬৯ সাল থেকে মঙ্গলকোট থেকে নির্বাচিত বিধায়ক ছিলেন। বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি। ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে বর্ধমান কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য। মাঝে কয়েক বছর তন্তুশ্রীর চেয়ারম্যান। বিগত কয়েক বছর খুব অসুস্থ ছিলেন। রাজনীতির কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে নেন। বেশ কয়েকবছর আগে স্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন। রেখে গেলেন দুই পুত্র, এক কন্যাকে।

মৃত্যুর খবর শুনে ওনার বিজয়রামের বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানান বর্ধমানের প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, মঙ্গলকোটের প্রাক্তন বিধায়ক সাজাহান চৌধুরী, সিপিআই(এম) নেতা গণেশ চৌধুরী ও দুর্যোধন সর, সুকান্ত কোঙার। শোকপ্রকাশ করেন কৃষক তথা সিআই(এম) নেতা মদন ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক প্রমুখ।

তাঁর মরদেহ বিজয়রামের বাড়ি থেকে বের হয়ে ভাতাড়, নিগন, কৈচর বাসস্ট্যান্ড, কাটোয়া বিআইটি কলেজ হয়ে কাটোয়া সুবোধ স্মৃতি ভবনে পৌঁছায়। এইসব জায়গায় নেতা-কর্মী সহ সাধারণ মানুষ মরদেহে মাল্যদান করেন। লাল পতাকা মোড়া শবদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অঞ্জন চ্যাটার্জী, সাধনা মল্লিক, তমাল মাঝি, ঈশ্বরচন্দ্র দাস, প্রকাশ সরকার, কমল ঠাকুর, কবিতা চ্যাটার্জী, অনিন্দ্য মণ্ডল, বিদ্যুৎবরণ ভক্ত, সৈয়দ আবুল কাদের, সুজিত রায়, প্রবীর গাঙ্গুলী সহ অন্যান্য বামদলগুলির নেতৃবৃন্দ সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ। এরপর কাটোয়া শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১৫৯তম জন্মদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১৫৯তম জন্মদিবস পালন করল পশ্চিমপঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। এদিন আচার্যের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা এবং ভারতের রসায়ন গবেষণা ও শিল্পের প্রসারে তাঁর ভূমিকার কথা আলোচনা করা হয়। সংগঠনের কালনা বিজ্ঞান কেন্দ্র এই কর্মসূচি পালন করে।

বিদ্যাসাগরের ১৩০তম প্রয়াণ বার্ষিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জুলাই, বর্ধমান : বিদ্যাসাগরের ১৩০তম প্রয়াণ বার্ষিকী পালিত হল জেলাজুড়ে। বিদ্যাসাগর জন্ম দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন জেলায় সর্বত্রই প্রয়াণ দিবস পালিত হয় স্বাস্থ্য বিধি মেনেই জেলার কেন্দ্রীয় কর্মসূচিটি পালিত হয় এ.বি.টি.এ হলে। এ.বি.টি.এ ও এ.বি.পি.টি.এ পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখাও এই কর্মসূচির সহযোগী ছিল। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর জন্ম দ্বিশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সাইদুল হক, এবিটিএ-এর জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত, এ.বি.পি.টি.এর অভিজিৎ ভঞ্জ, সাক্ষরতা প্রসার সমিতির বুদ্ধদেব মণ্ডল সহ বহুজন। বিদ্যাসাগর প্রয়াণ দিবসে শ্লোগান ছিল 'বিদ্যালয় শিক্ষার বিকল্প অনলাইন শিক্ষা নয়'। ভাতার মেমারি মন্তেশ্বর কালনা পূর্বস্থলী ও গুসকরায় এই কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। গুসকরায় আলোচনা করেন ওরম্বাপদ মণ্ডল ও দেবেন্দ্রনাথ সাধু। সভাপতিত্ব করেন বিষ্ণুপদ সিনহা। কেতুগ্রামের শিবলুন গ্রামে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিদ্যাসাগর প্রয়াণ দিবস পালিত হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মেমারিতে প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩১ জুলাই - আজ মেমারি চকদিঘি মোড়ে সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার, জয়দেব ঘোষ, অনিল মুখার্জী প্রমুখ বামপন্থী নেতৃত্ব। উল্লেখ্য আয়করহীন সমস্ত পরিবারকে মাসে ৭৫০০ টাকা দিতে হবে। প্রত্যেককে মাসে ১০ কেজি খাদ্যশস্য দিতে হবে। বিদ্যুৎ বিল মুকুব করতে হবে। এনরেগায় বর্ধিত মজুরি সহ ২০০ দিন কাজ দিতে হবে। করোনা মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লুট দুর্নীতি বন্ধ

—এরপর চারের পাতায়

পুর স্বাস্থ্যকর্মীরা আন্দোলনে, কোভিড-যোদ্ধারা সংকটে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী যাঁরা ৩০ কোটি বার বাড়িতে যাচ্ছেন করোনা-যোদ্ধা হিসাবে তাঁরাই আজ সংকটে। স্বল্প বেতনে যাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সারা রাজ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছেন তাঁরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই লড়তে হচ্ছে করোনা-যুদ্ধে। না আছে পিপিই কীট, না আছে মাস্ক, না আছে স্যানিটাইজার। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের বর্ধমানের নেত্রী পাপিয়া দত্ত চক্রবর্তী অভিযোগ করেন আমাদের পরিবার উদ্বেগে দিন কাটান। একবার রেনকোটের মতো পিপিই

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠির প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অশোক ব্যানার্জীর স্মরণে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। লিখেছেন— বিমান বসু, মদন ঘোষ, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আভাস রায়চৌধুরী, মৃদুল সেন, সাইদুল হক সহ প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বন্ধু ও আত্মজনেরা।

কোভিড পরিকাঠামো না থাকায় করোনা যোদ্ধারা রোষে পড়ছেন পেশেন্ট পার্টির

নিজস্ব সংবাদদাতা : কোভিড মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। হাসপাতালমুখো হতে চাইছে না রোগীরা। তখনই বর্ধমান হাসপাতালে পরিকাঠামোর অভাবে কোভিড রোগীর মৃত্যু অথবা হয়রানি বাড়ছে। রোষে পড়তে হচ্ছে করোনা যোদ্ধাদের। দুদিন আগে এক জুনিয়র চিকিৎসক ভিডিও বার্তায় অভিযোগ করেছেন অনেক চেষ্টা করেও এক কোভিড রোগীকে বাঁচাতে পারলাম না। লিফট না থাকায় সিঁড়ি দিয়ে রোগীকে নিয়ে সারি ওয়ার্ডের ওপরে উঠতে গিয়ে মারা যায়। রোষে পড়তে হয় পেশেন্ট পার্টির কাছে।

২০১৬ সালে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ইমার্জেন্সির বিপরীতে ৮ তলা বিল্ডিং তৈরি হয়। লিফট সহ কিছু কাজ বাকি থাকায় পি.ডব্লু.ডি হ্যান্ডওভার করেনি। করোনা পরিস্থিতিতে সারি ওয়ার্ড হিসাবে ৫০ বেডের কোভিড রোগীদের চিকিৎসা শুরু হয়। এতেই বিপত্তি বাড়ে। হাসপাতাল সুপার স্বীকার করে নিয়ে বলেন, পরিস্থিতি বাধ্য করেছে চালু করতে। লকডাউন চলার জন্য কাজ থমকে যায়। পি.ডব্লু.ডি ইঞ্জিনিয়ার জানান আরও দুমাস লাগবে লিফট বসতে। ফলে দুর্ভোগ কমার কোনো আশা নেই।

বৈদ্যপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ জুলাই : সিপিআই(এম) কালনা-২ নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বৈদ্যপুর বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদ ও প্রতি মাসে রিডিং নিয়ে বিল পাঠানো, ৩ মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মুকুব সহ বিভিন্ন দাবিতে বক্তব্য রাখেন জয়দীপ ভট্টাচার্য, মহম্মদ শা, কাজী নুরুল ইসলাম, সুশান্ত ব্যানার্জী, শ্রীকুমার দুবে প্রমুখ। অন্যদিকে একটি প্রতিনিধি দল দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২০

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

নবীন-প্রবীণের নব সৃষ্টিতে এবারেও সেরা সম্ভারে।

১৫ আগস্ট-এর মধ্যে আপনার লেখা পাঠাতে পারেন। সরাসরি অথবা ই-মেলে। তবে হার্ডকপি অবশ্যই পাঠাবেন।

কপি রেখে লেখা পাঠান। প্রবন্ধ বা গল্প যেন ১৮০০ শব্দের বেশি না হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের mail id : weeklynatunchithi@gmail.co, dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

৩ আগস্ট, ২০২০

অপেক্ষা করতে হবে শুধু চারটে বছর!

মিছিল, মিটিং, জমায়েত সব বন্ধ। সংসদ বন্ধ। সাংসদ এবং মন্ত্রিসভা যাঁদের দখলে তাঁরা হয়তো ভেবে নিয়েছেন করোনা মহামারি পরিস্থিতি তাঁদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। তাই কর্পোরেট বান্ধব সমস্ত অ্যাজেন্ডাগুলি একটার পর একটা নিশ্চিন্ত রূপায়ণ করে চলেছেন। দেশের মানুষ যে প্রচলিত প্রথায় গণ-আন্দোলনের তুফান তুলে যাবতীয় জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও জনস্বার্থবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপগুলির প্রতিবাদ জানাবেন, সে সুযোগ আপাতত বন্ধ। করোনা মহামারি পরিস্থিতি উৎকৃষ্ট সময় দিয়েছে বর্তমান মোদি সরকারকে। করোনা মহামারি এমন একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে যে, মানুষ এখন নিজেকে বাঁচাতেই ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। তেমনি রুটি-রুজির সঙ্কট এমনই মানুষের গলায় ফাঁসির দড়ির মতো চেপে বসেছে যে অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সময় দিচ্ছে না।

দেশের কয়লা সম্পদ দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা হল। এয়ার ইন্ডিয়ার জন্য সরকারের মন ভীষণ ছটফট করছে। এবার বিপিসিএল এবং এইচ পি সি এল তেল সংস্থার ব্যবস্থা করা হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ১০৯টি রুটে ১৫০টি ট্রেন বেসরকারি হাতে সবুজ পতাকা ওড়ার অপেক্ষায়। সরকার চারটি স্ট্রাটেজিক ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্র পুরোপুরি বেসরকারি হাতে তুলে দেবে। এক একটি স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রে চারটির বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থাকবে না, নীতি আয়োগ বলে রেখেছে ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচে দিতে হবে। তার মধ্যে ২৩টি সংস্থাকেই বেচে দেবার উদ্যোগ শুরু হয়েছে এই করোনা পরিস্থিতিতে। দেশের জমি, খনিজ, বনজ, প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা সব চলে যাবে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের হাতে। রাষ্ট্রীয় শিল্প যা স্বাধীনতার পর থেকে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে সে সবই কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আর মানুষের তৈরি সম্পদ সব চলে যাবে ওদের হাতে। যুদ্ধাস্ত্র, বিদ্যুৎ, রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা থেকে শুরু করে সব কিছু। দেশের সমস্ত সম্পদের মালিক হবে আম্বানিজী আর আদানিজী। বকলমে তারাই চালাবেন দেশের অর্থনীতি, তারাই চালাবেন দেশ!

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোভিড-১৯ সূচক দেখিয়ে দিচ্ছে দেশের স্বাস্থ্য সঙ্কট কত গভীর। প্রতিদিন সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সরকার ব্যস্ত রয়েছে নজর ঘোরানোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা ঘটলেও তিনি সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ব্যাপক প্রশংসা করে নিজে ভর্তি হলেন সবচেয়ে ব্যয়বহুল বেসরকারি হাসপাতালে। দেশের মানুষকে তিনি কী বার্তা দিলেন!

মহামারিকে পরাস্ত করতে অক্সফোর্ড, বেজিং, মস্কো এবং দেশের বিজ্ঞানীরা যখন প্রাণপাত লড়াই চালাচ্ছেন তখনই ল্যাবরেটরির বাইরে চলছে একচেটিয়া দখলদারির খেলা। দেশের আত্মনির্ভরতার আর বাকি রইলো কী? আছে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে শুধু চারটে বছর!

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

মহামারির দিনে মানবিকতা

প্রায় দুশো বছর আগে ১৮৪৩ সালের এমন এক গ্রীষ্মকাল। কলকাতায় তখন এমনই এক মহামারির দাপট। কলেরা রোগে মানুষ মরছে। ভয়ে সবাই সশঙ্কিত। আক্রান্ত হলেন বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের মাস্টারমশাই অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়। সংক্রমণের ভয়ে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে ঘেঁষলেন না। শত শত ছাত্রদের মধ্য থেকেও কেউ এগিয়ে এলেন না। এত বড় মানুষ বিপদে একা হয়ে গেলেন। খবরটা পেলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মাস্টারমশাইয়ের এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে তখনকার দিনের দুই বিখ্যাত ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ি গেলেন। এই দুজন ডাক্তার হলেন ডাঃ নবীনচন্দ্র মিত্র ও ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে যাইহোক, তিনদিন ধরে এই ডাক্তাররা গঙ্গাধর তর্কবাগীশের চিকিৎসা করলেন। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় শুশ্রূষা। শুধু মাস্টারমশাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় নয়, এক সংক্রমিত রোগীর সেবা করতে এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের এক এবং অদ্বিতীয় সেই বিদ্যাসাগর। এর কিছুদিন পর তাঁর আর এক মাস্টারমশাই পণ্ডিত জয়নারায়ণ কর্তপঞ্চানন মহাশয়ের নারকেলডাঙার বাড়িতে তার ভাগ্নে ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কলেরা হল। আজকের দিনের করোনা সংক্রমণের মতো তখনও কলেরা রোগীকে আলাদা করে রাখা হতো। তর্কপঞ্চাননমশাইও ভাগনেটির মৃত্যু নিশ্চিত জেনে বাইরের একটি ঘরে শুইয়ে রেখে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরকে খবর দিতেই তিনি তাঁর বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে নারকেলডাঙার সেই বাড়িতে হাজির হলেন। ঈশানকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার মাধ্যমে সারিয়ে তোলেন। আজ যখন দিকে দিকে করোনা আক্রান্ত রোগী, নার্স ও ডাক্তারদেরকে পাড়া ছাড়া করার চেষ্টা চলছে, তখন দ্বিশতবর্ষের ঈশ্বরচন্দ্রই আমাদের দিশারী।

তপোময় ঘোষ
শিবলুন, পূর্ব বর্ধমান

কল্পনা দত্ত, রিলিফ কিচেন, নির্বাচন—বর্তমান দিনে প্রাসঙ্গিকতা

সৌম্যশান্ত রক্ষিত

করোনা অতিমারি ও আমফান সুপার সাইক্লোন পরবর্তী সময়ে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বাংলা। যে-কোনো সময়ে যে-কোনো ক্রাইসিস এসে সবার হাতে দর্পণ তুলে দেখিয়ে দেয় বর্তমান সিস্টেমের হাল হকিকত। এবারও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেই সিস্টেম যার সঙ্গে জড়িত আছে সরকার, যার সঙ্গে জড়িত আছে রাজনীতি। ২০২০ সালে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আন্দোলনের হেডলাইনে লাল পতাকা যতই স্থান করে নিক না কেন, অনেক সময়, পূর্ব নির্বাচনী ফলাফলগুলো বলছে বামপন্থীরা আগের তুলনায় রাজ্যে যথেষ্টই দুর্বল, সংগঠনও অনেক জায়গায় তার শক্তি হারিয়েছে। তা হোক না, আদর্শ যে বুলেটপ্রুফ হয়েই থেকে গিয়ে লালঝাণ্ডাধারী মানুষদের আবার রাস্তায় একত্রিত করেছে, সেটা দেখিয়ে দিয়েছে ওই ক্রাইসিস-পরবর্তী সময়। সরকার যেখানে সর্বতোভাবে ব্যর্থ, সেখানে 'বিরোধী' বামপন্থীরা গোটা রাজ্য জুড়ে চালিয়ে যাচ্ছে একটা প্যারালাল সরকার। রাজ্যজুড়ে চলছে কমিউনিটি কিচেন, সংহতি বাজার, জনপরিবহণ, জনস্বাস্থ্য হেল্পলাইন, বিপর্যয় মোকাবিলা। শহর থেকে শুরু করে শহরতলির গলি ছুঁয়ে গ্রামের মাঠগুলোয় উড়তে শুরু করেছে লাল পতাকা—কাস্তে-হাতুড়ি-তারা আঁকা লাল পতাকা। ঠিক এই সময় কিছু মানুষের স্বাভাবিকভাবে মনে হচ্ছে, এই যে এই দল, কিছু মানুষ এত পরিশ্রম করছে, শেষ দুই মাসে তাদের এরকম সংগঠনবৃদ্ধি, নির্বাচনী ফলাফলে প্রতিফলন ফেলতে পারবে তো?

উত্তর না হয় সময়ের সাথে জানা যাবে, তার আগে একটা গল্প শোনা যাক—এক গ্রাম্য মেয়ের গল্প, এক বিপ্লবীর গল্প, এক কমিউনিস্ট-এর গল্প।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই চিটাগাং-এর শ্রীপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের, বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেছিলেন কল্পনা দত্ত। স্বাধীন ভারতবর্ষের একমাত্র সাক্ষী যিনি মাস্টারদার নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খুঁটিনাটি সব কিছু জানতেন। ওনার থেকে অনেক ছোট সুবোধ রায়ও সাক্ষী ছিলেন এই ঘটনার, কিন্তু কল্পনা দত্ত জানতেন যাবতীয় ব্লু প্রিন্ট। ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেই কল্পনা দত্ত চলে আসেন কলকাতা, বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হন বেথুন কলেজে। অঙ্কের প্রতি চিরকাল ছিল গভীর ভালোবাসা। এসেই নিজেকে যুক্ত করেছিলেন 'ছাত্রী সঙ্ঘ'-এর সাথে। তৎকালীন ছাত্রী সঙ্ঘর সক্রিয় সদস্য ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস (১৯৪৭-১৯৫১, পশ্চিমবাংলা বিধানসভার সদস্য)। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন-এর নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা'-র সাথে। সাক্ষী থেকে শুরু করে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লণ্ঠন-এর, যে ইতিহাস আমরা প্রত্যেকে পড়েছি ইতিহাসের পাঠ্যবইতে। ১৯৩৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি গৈরিলা গ্রামের পুলিশি রেডে মাস্টারদা ধরা পড়লেও তিনি পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে গ্রেফতার হন ১৯৩৩ সালের ১৯ মে।

দীর্ঘ কারাবাসের পর কল্পনা দত্ত ছাড়া পান ১৯৩৯ সালে, থেমে থাকার যাবতীয় প্রশ্নকে দর্পে উড়িয়ে দিয়ে ১৯৪০ সালে যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে।

কল্পনা দত্ত তাঁর জীবনীর প্রতিটি ছত্রে বুঝিয়ে দিয়ে গেছিলেন দেশকে ভালোবাসার জন্য এই দেশের সিস্টেমকে ভালোবাসতে লাগে না। কর্মবৈচিত্র্যের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন 'Patritic' ও Nationalistic এর মধ্যে পার্থক্য কোথায় তিনি 'Patriotic' ছিলেন, শিক্ষা দিয়ে গেছিলেন 'Patriotic' হওয়ার, 'Nationalistic' নয়। ১৯৪৩ বাংলা দুর্ভিক্ষের সময় কল্পনা দত্ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর দেশের, মাটির মানুষদের সেবায়। সেই সময়ে অভুক্তদের জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন 'রিলিফ কিচেন'। চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে অসুস্থ মানুষদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন মেডিকেল রিলিফের। বিপ্লব ও ভালোবাসার আর এক নাম স্বরূপ, সমরেশ মজুমদার মাধবীলতা চরিত্রের জন্ম দিলেও, ইতিহাস কিন্তু মনে রেখেছে কল্পনা দত্তকেই। ১৯৪৩ সালে কল্পনা দত্তের সাথে বিবাহ হয় তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তাঁর সংগঠনের আঁতুরঘর চট্টগ্রামে, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার হয়ে নির্বাচনে লড়াই করেন কল্পনা দত্ত, সেই প্রথম ও ব্যক্তিগতভাবে সেটাই শেষ। হেরে যান। ফলাফলে শেষ করেছিলেন তৃতীয় স্থানে, দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেস ও চট্টগ্রাম আসনে জয়ী হয় মুসলিম লীগ। সেই নির্বাচনে গোটা দেশ থেকে ৮ জন কমিউনিস্ট জয়লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে ২ জন জিতেছিলেন তৎকালীন মাদ্রাসা থেকে, ৩ জন বাংলা থেকে, তাঁরা ছিলেন রেলওয়েজ বিধানসভা থেকে জ্যোতি বসু, দার্জিলিং থেকে রতনলাল ব্রাহ্মণ, দিনাজপুর থেকে রূপনারায়ণ রায়। পপুলার ভোট অনুযায়ী কমিউনিস্টদের শক্তি ছিল দেশে তৃতীয় বৃহত্তম।

অর্থাৎ স্বাধীনতা-পূর্ব নির্বাচনে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা কমিউনিস্টদের বিশাল কিছু জয়ের মুখ দেখায়নি। এরপর ১৯৪৭—স্বাধীনতা-দেশভাগ। কল্পনাদের এক নতুন লড়াই। ভারত, বাংলাদেশ, রিলিফ, রেসকিউ আরো কত কি। যন্ত্রণা থেকে দূরে থেকে, অশ্রুকে উড়িয়ে দিয়ে সহজ জীবন যাপনে আবদ্ধ লড়াই যে কীভাবে প্রাসঙ্গিকতা বহন করে ইতিহাস রচনা করে তা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কল্পনা দত্তরা।

১৯৫২ সালের জেনারেল ইলেকশনে দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে আসে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, জয়ী হয় ১৬ আসনে। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন দলগুলি সব মিলিয়ে গোটা দেশে জয়ী হয় ৪৩ আসনে। আর এই জয়ের ভিত তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ সময় জুড়ে; তৈরি করেছিলেন কল্পনা দত্ত, পি সি যোশি, জ্যোতি বসু ও আরো হাজার হাজার সংগ্রামী। কল্পনা দত্তের নাম হয়তো নির্বাচনে জয়ী কমিউনিস্টদের লিস্টে কোনো দিন পাওয়া যাবে না, তবে পাওয়া যাবে ওই ভিত তৈরির ঐতিহাসিক লড়াইতে, যখন তাঁদের মনে ছিল না কোনো নির্বাচনী অঙ্ক। ঠিক যে একই রকমের কাজ করে যাচ্ছেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা। গোটা দেশে সংগ্রামীরা, সব কিছু ভুলে ক্রাইসিস টাইমে প্রান্তিক মানুষের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করে।

কল্পনা দত্ত তাঁর নাতনিকে শিখিয়ে গেছিলেন— "ideologies fit in after we act as we deem right, we do not act based on ready ideologies. Take your time." অর্থাৎ, আমরা যেটাকে ঠিক বলে মনে করি সেটা যদি কাজেও করি তবেই সেটা মতাদর্শগতভাবে বাস্তবসম্মত, আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকা কোনো মতাদর্শের উপর দাঁড়িয়ে আমরা কাজ করি না। মুখে যেটা বলছি সেটা করে দেখাও, তবেই সেটা যথাযোগ্য মতাদর্শ। তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নাও।

কল্পনা দত্তের কথা দিয়েই শেষ করি— "Try and overcome your fears, and believe that you can do anything you decide." পরিশেষে, কমিউনিস্ট পার্টি হুট করে কখনো ভোটে জেতে না, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের আদর্শকে সামনে রেখে আগে মানুষের মন জেতে, তারপর একদিন ভোটে।

মৃদুল সেন প্রণীত

স্মৃতির সরণী বেয়ে

প্রকাশিত হয়েছে।

রয়েছে :
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের শহিদ অপূর্ব সেন প্রসঙ্গে অজানা কথা।
নেতা ও মানুষ প্রমোদ দাশগুপ্তের নানান দিক নিয়ে লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে স্মৃতিচারণ
জরুরী অবস্থাকালীন দীর্ঘ ১৭ মাস প্রেসিডেন্সি জেলের কারান্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতা ও নানান প্রসঙ্গ

পর্যালোচনা করেছেন—
অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী
প্রকাশক
বইচিত্র
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ব্লক নং ৬, স্টল নং ১৩ এ, কলকাতা-৭০০০ ৭৩
পাওয়া যাচ্ছে
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.
কলকাতা ও বর্ধমান শাখায়
এছাড়াও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর
৬২ বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু কালাম মণ্ডলের

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঘটনায় প্রকাশ কুসুমগ্রাম থেকে মেয়ের বিয়ের তত্ব নিয়ে ছেলে সেখ শাহিদের সঙ্গে বাইকের পিছনে বসে ফিরছিলেন। হঠাৎ একটি গাড়ি ওভারটেক করার পর অপর দিকে থেকে আসা ট্রাক্টর-এর সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ছেলের পিছনে বসা বাবা রাস্তায় পড়ে যান এবং অপর দিকে থেকে একটি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান কালাম মণ্ডল (৬০)। বাইক চালক ও কালাম মণ্ডলের পুত্র সেখ শাহিদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহটিকে পোস্টমর্টেমের জন্য মেমারি থানার পুলিশ বর্ধমানে পাঠিয়েছেন এবং ট্রাক্টর ও চালককে আটক করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

পরিবেশ অভিঘাত মূল্যায়ন ২০২০ : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে করোনা অতিমারিজনিত লকডাউন শুরু হয়েছে ২৪ মার্চ ২০২০। ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ২৩ মার্চ একটি বহু প্রতীক্ষিত ঘোষণা সংবাদ মাধ্যমে এল। The Evnoronment Impact Assessment Notification 2020 —যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ভারতের সার্বিক পরিবেশ আইনের পরিমার্জন ও পরিবর্তন। ১৯৭২ স্টকহম পরিবেশ সম্মেলন ও ১৯৯২ রিও সামিটের পরে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও যুগোপযোগী পরিবেশ আইন ১৯৮৬ কার্যকরী হয়। পরবর্তীকালে দেশের স্বনির্ভরতা ও পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে The Environment Impact Assessment Notification 2006 গৃহীত হয়, যার মূলসূত্র ছিল—জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে প্রকৃতি পরিবেশের যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে স্থিতিশীল উন্নয়নের নীতি। বলা বাহুল্য যে, এই বিজ্ঞপ্তি সার্বিক পরিবেশমুখী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়নি। বরং বারংবার নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবেশনীতিকে লঘু করা হয়েছে। সামগ্রিক পরিবেশনীতি বলতে বোঝাতে চাইছি, এমন পরিবেশনীতি যা জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে ও জনমুখী স্থিতিশীল উন্নয়নের দিশা দেখায়। বর্তমান বিজ্ঞপ্তিতে পুরাতন ১৪ দফা আইনের ১২টিতে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনা হয়েছে যাতে প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের জমি, জল, জঙ্গল এক কথায় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে কর্পোরেট প্রভুর হাতে সমর্পণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন হল Environment Impact Assessment ব্যাপারটা কী? আমরা ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা (২.১২.১৯৮৪), তুতিকরিনে বেদান্ত তামা কারখানার ঘটনা (২২.৫.২০১৮) কিংবা বিশাখাপত্তনমে গ্যাস লিকের (৭.৫.২০২০) ঘটনার কথা জানি। এই ধরনের শত দুর্ঘটনার মূল কারণ দেশের প্রচলিত পরিবেশ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শিল্প কারখানার সম্প্রসারণ ও অতিরিক্ত মুনাফার লোভে পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনা। উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ মূল্যায়নের সাধারণ বিষয়গুলি বারংবার লঙ্ঘিত হয়েছে বলেই আমরা জেনেছি। গত ৯ জুন ২০২০ আসামের বাঘজান তৈলখনি এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা আমরা শুনেছি। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে খনি থেকে বেরিয়ে আসা তেল সমস্ত পরিবেশকে বিষিয়ে দিয়েছে। আসাম পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তারা জানিয়েছেন যে খনিটি অনুমোদন ছাড়াই তৈল উত্তোলনের কাজ করছিল। যেকোনো প্রজেক্ট যেমন ন্যাশনাল হাইওয়ে, কয়লা, তেল খনি বা কোনো শিল্প কারখানা তৈরির আগে স্থানীয় পরিবেশ সমীক্ষা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি এই কাজ করে থাকে। কোনো একটি প্রজেক্ট স্থানীয় পরিবেশে কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে, প্রান্তিক মানুষ বা জীবজগতের কী ধরনের সুবিধা, অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, বা বাস্তুতন্ত্র কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেইটা পর্যালোচনা করাই হল এই কমিটির কাজ। স্বাভাবিক কারণেই এই পর্যালোচনার আইন-কানুন, রীতি-নীতি তৈরি করার দায়িত্ব সরকারের। নীতিনিষ্ঠ সরকার আইন প্রণয়নে দেশের স্বার্থ, দেশের মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে, সর্বোপরি পরিবেশ রক্ষার বৈজ্ঞানিক মতামতগুলিকে গুরুত্ব দেবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের স্বার্থের বিকল্পে বৃহৎ পুঁজিপতির স্বার্থকেই গুরুত্ব দেয়। কারণ আমরা দেখছি এই সময়কালে দেশের কয়লা শিল্পকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের বিস্ময় ভারতীয় রেল সরকার চালাতে রাজি নয়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় বেসরকারিকরণ চালু হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার। কর্পোরেট ব্যবসায়ী সরকারি অর্থসাহায্যে শিল্প গড়বে—মুনাফা ঘরে তুলবে—লোকসান হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক তথা জনগণ তার খেসারত দেবে। এই সময়ে আমরা দেখেছি যে বর্তমান সরকার দেশের অসাধু ব্যবসায়ীদের আটষট্টি হাজার কোটি টাকা ঋণের অর্থ মকুব করেছে। আর এইসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এমন একটা সময়ে নেওয়া হয়েছে যখন গোটা দেশটাই চলছে এক চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে।

বর্তমান আইনে বিভিন্ন প্রজেক্টকে A, B1 ও B2 তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে A শ্রেণির প্রজেক্টগুলিকে পরিবেশ সমীক্ষার মূল্যায়নের পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হলেও B2 শ্রেণির প্রজেক্টের ক্ষেত্রে সেই মূল্যায়নপর্ব নেই অর্থাৎ সরকার এই জাতীয় কর্মসূচি গণশুনানি ছাড়াই কার্যকরী করতে পারবে (Clause-5 sub-clause 6)। জনগণ জানবে না যে তার এলাকায় কী ধরণের শিল্প হতে যাচ্ছে অথচ নির্দেশিকায় দাবি করা হল প্রকল্প রূপায়ণে পরিবেশ মূল্যায়ন পদ্ধতিকে নাকি আরও স্বচ্ছ করা হয়েছে। B2 শ্রেণিতে রয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে, রিঙরোড সম্প্রসারণ। ন্যাশনাল হাইওয়ে সম্প্রসারণের নামে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে ফেলতে হবে। এই বিস্তীর্ণ বনভূমির সঙ্গে যুক্ত প্রান্তিক মানুষকে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে হবে। ধ্বংস হবে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগৎ। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের পরিবেশ বিজ্ঞানী টি.ভি রামচন্দ্রের মতে "একটি ভাইরাস গোটা বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, তবু আমরা শিক্ষা নিতে ব্যর্থ। বনাঞ্চল ধ্বংস করে আমরা পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছি।" ঠিক একইভাবে খসড়া নির্দেশিকায় ১৫০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত সুবৃহৎ কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রেও গণশুনানি অপ্রয়োজনীয় ঘোষিত হয়েছে। EIA-2006-এ এই সীমা ছিল ২০০০০ বর্গমিটার। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ দপ্তরের এক নির্দেশনামায় ১৫০০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত বাড়ানো হয়। বিষয়টি ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল হয়ে এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। অথচ বর্তমান সরকার এটিকে খসড়া নির্দেশিকায় যুক্ত করে দিল।

খসড়া নির্দেশিকা অনুযায়ী শিল্প কারখানা বা কোনো প্রজেক্ট সম্পর্কিত কোনো বিকল্প ভাবনা, বিতর্ক, প্রতিবাদ কেবলমাত্র কুড়ি দিনের মধ্যে (Appendix-I – "Procedure of Public Consultation" in the last line of Clause 3.1) বিধি নিয়ম মেনে করা যাবে। কোনো একটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিকল্প ভাবনার ক্ষেত্রটি এখন বিশেষভাবে সঙ্কুচিত। এই অল্প সময়ে একটি প্রকল্পের আনুষঙ্গিক সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা বিচার করে বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়া আধুনিক শিল্প-প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্করভাবে কঠিন।

পরিবেশ অভিঘাত মূল্যায়নের এই যে খসড়া বিজ্ঞপ্তি, তার ছত্রে ছত্রে রয়েছে কর্পোরেট মালিকের স্বার্থে তথা পরিবেশ রক্ষার বিপক্ষে নয়া ফিরিস্তি। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের নামে বনাঞ্চল ধ্বংসের ফরমান জারি করার কথা বললাম। আর একটি আলোচ্য বিষয় হল 'ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং'। নদী বা সমুদ্রের নাব্যতা ধরে রাখতে পলি উত্তোলন একটি প্রয়োজনীয় কাজ। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ সমুদ্র। আবার দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। অপরিকল্পিত নদী-সমুদ্র খননে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে। নদী-সমুদ্র তীরে বসবাসকারী মানুষের জীবনে, প্রকৃতি পরিবেশে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। কর্পোরেট পুঁজি নিয়ম মানে না। তাদের প্রয়োজন লাভ এবং অতিলাভ। সরকার সেই স্বার্থ বজায় রাখতে খসড়া বিজ্ঞপ্তির (Clause-3, Sub Clause 8) গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবেশ অভিঘাত মূল্যায়নের ২০০৬ সালের খসড়ায় ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং-এর অভিধায় দেশের নদ-নদী ও সমুদ্রের কথা থাকলেও ২০২০ খসড়ায় কেলবমাত্র সমুদ্র বন্দরকে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং-এর মধ্যে রাখা হয়েছে। নদীমাতৃক ভারতবর্ষের নদ-নদী কেন্দ্রীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যাহীন হওয়ার অর্থ সুদূরপ্রসারী। অপরিকল্পিত নদী-ব্যবস্থা একদিকে কর্পোরেট স্বার্থকে পুষ্ট করবে অন্যদিকে নদীকেন্দ্রিক জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হবে।

বর্তমান খসড়া বিজ্ঞপ্তির ভয়ঙ্কর নির্দেশ হল প্রকল্প রূপায়ণ-পরবর্তী ছাড়পত্র (ex-post-factor-clearance)। গাল ভরা নাম, তেমনি তার বিধ্বংসী ক্ষমতা। বিষয়টা কী? আমাদের দেশের পরিবেশ রক্ষা আইন ১৯৮৬ সেকশন-৩ ধারার মূল কথা হল পরিবেশ রক্ষার নিয়ম কানুনকে কার্যকরী করেই নতুন প্রকল্প তৈরি, পুরানো শিল্প প্রকল্পের প্রসারণ বা আধুনিকীকরণ করতে হবে। গত ১ এপ্রিল ২০২০ সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে প্রকল্প রূপায়ণ-পরবর্তী ছাড়পত্র (ex post factor clearance) দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। বিশাখাপত্তনমে প্লাস্টিক তৈরির কারখানায় গ্যাস লিকের ঘটনা (৭.৫.২০২০) আমাদের মনে আছে। দুর্ঘটনায় এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে, হাজারের বেশি মানুষ অসুস্থ হয়েছেন। ২০০৬-২০১৮ পর্যন্ত কারখানা পাঁচবার সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে, কিন্তু একবারের জন্য পরিবেশ অভিঘাত মূল্যায়ন হয়নি। মে ২০২০-এ মূল্যায়নের কথা ছিল, তার আগেই দুর্ঘটনা। নতুন খসড়া বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ মতো প্রকল্প রূপায়ণ হয়ে গেলেও শিল্প মালিক ঘটনার মনগড়া কাহিনি দিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারে। সামান্য কিছু জরিমানা দিলেই সাতখুন মাফ। নতুন নির্দেশিকায় কর্পোরেট মহলে তাই খুশির বন্যা।

মজার কথা হল, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে সরকার মোটেই ভাবনা চিন্তার সুযোগ দিতে রাজি নয়। তড়িঘড়ি করে ৩০ জুনের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন ঠিক হলেও বহু বাদ-প্রতিবাদের পর আগামী ১১ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত খসড়া বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। আসুন আমরা প্রতিবাদে সামিল হই। http://chng.it/NY2kZMqZJc লিঙ্কে গিয়ে আপনার প্রতিবাদী স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করুন। মনে রাখবেন দিল্লিসহ কয়েকটি রাজ্যে প্রশাসন এই লিঙ্কগুলি বন্ধ করতে তৎপর।

সূত্র : Draft EIA 2020

মা, শিশু ও বাড়তি কিছু কথা

অশ্বিনীকুমার

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মা ও শিশু মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭১ শতাংশ। ফলে জনগোষ্ঠীর এই অংশ স্বাস্থ্য-পরিষেবার যথেষ্ট নজরের দাবি রাখে। ভারতবর্ষে সন্তান-ধারণের সক্ষম অংশ অর্থাৎ ১৫ থেকে ৪৪ বছরের মহিলারা জনসংখ্যার প্রায় ২২ শতাংশ; আর ১৫ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েরা জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ। এই দুই গোষ্ঠী একত্রে আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫৭ থেকে ৫৮ শতাংশ।

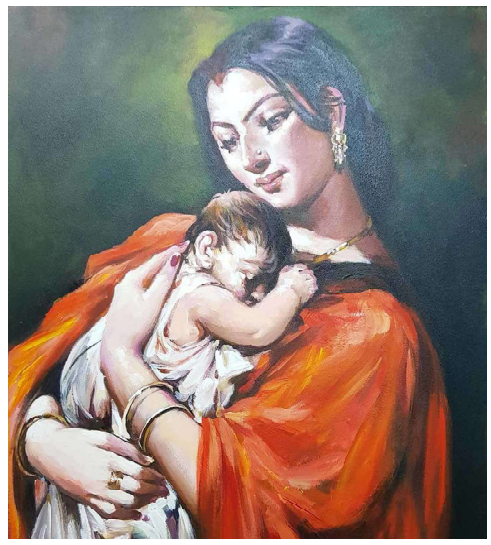

স্বাস্থ্য পরিষেবার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মা ও শিশুকে বহুক্ষেত্রে একক হিসাবে গণ্য করা হয়। একটি দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা বুঝতে গেলে সে দেশের মা ও শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। যেমন, উন্নত দেশগুলিতে পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি ১ লক্ষ শিশু জন্মালে ১২ জন মায়ের মৃত্যু হয় নানা কারণে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১ লক্ষ শিশু জন্মপ্রতি প্রায় ২৩৯ জন মা মারা যায় শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে, আফ্রিকার একটি ছোট দেশ সিয়েরা লিয়োনে মায়েদের এই মৃত্যুহার প্রায় ১৩৬০। শুধুমাত্র এই পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবার করুণ অবস্থা। এর পাশাপাশি শিশু-মৃত্যু হার দেখলে বোঝা যাবে শিশু-মৃত্যু হারও মায়েদের মৃত্যু হারের সঙ্গে বাড়তে থাকে। জন্মের পর যে মা শিশুর যত্ন নেয়, সে মা যদি না থাকে, শিশু অবহেলিত হবে অবধারিতভাবে। ফলে বাড়বে শিশু-মৃত্যু। আমাদের দেশেও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমরা এই সমস্যার মধ্যে বাস করছি। ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আমাদের দেশে প্রতি হাজার শিশু জন্মের পর প্রায় ৩৮ জন মারা যায় ১ বছরের মধ্যে; জাপানে এই মৃত্যুহার মাত্র ২টি শিশু। তবে ১৯১১-১৫ সালের মধ্যে ভারতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রায় ২০৪। সে জায়গা থেকে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। কিন্তু পৃথিবীর অন্য বহু দেশের সঙ্গে তুলনায় আমরা অনেকটা পিছিয়ে। এখনও করণীয় অনেক কাজ পড়ে আছে।

অন্য একটি বিষয় এখানে আলোচনার দাবি রাখে। শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিবিড়। বিশেষত মায়েদের শিক্ষা শিশুদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। মা শিক্ষিত হলে শিশুর জীবনও সুরক্ষিত হয়। পরিসংখ্যান এই ধারণাকে সমর্থন করে। যেমন, আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে এই বিষয়টি বোঝা যায়। যেমন, কেরল, যেখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি, সেখানে শিশু মৃত্যু কম। কেরলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার প্রায় ৯২ শতাংশ। আবার এই রাজ্যে শিশু-মৃত্যুর হার প্রতি হাজার শিশুর জন্ম নিলে প্রায় ১২ জন শিশু মারা যায়। এবার আমরা যদি মধ্যপ্রদেশের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। শতকরা হিসাবে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার প্রায় ৬০ শতাংশ। এই রাজ্যে শিশু-মৃত্যুর হার বেশি। হাজার শিশু জন্মালে এই রাজ্যে মারা যায় প্রায় ৫২ জন শিশু। অর্থাৎ যেখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার কম, সেখানে শিশু-মৃত্যু বেশি। আবার যেখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে, সেখানে শিশু-মৃত্যু কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিবিড়, একথা বলাই বাহুল্য। স্বাস্থ্যের অন্যসব বিষয় নানাভাবে শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য-পরিষেবার বিষয়টি বুঝতে গেলে ন্যূনতম শিক্ষার প্রয়োজন আছে। যেমন সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচির কথা ধরা যাক। এক্ষেত্রে ধর্মীয় কুসংস্কার বহুক্ষেত্রে কর্মসূচি রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করেছে বহু জায়গায়। আবার শিশুর জন্মের পর নাড়ি কাটার পর বহু জায়গায় বাড়িতে শিশু জন্ম হলে তার পরিচর্যা হয় নানা ভুল প্রাচীন ধ্যান-ধারণার ওপর। গোবর, মাটি ইত্যাদি পবিত্র ও দূষণমুক্ত—এই ভুল ধারণার কারণে নাড়ি কাটা জায়গায় এইসব দূষিত পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রচলন এখনও দেখা যায়। একমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এইসব ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে পারে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন অনেকক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ধর্মীয় বিধি মেনে দীর্ঘ সময় উপবাস শরীরের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই বিধিগুলি দূর করা প্রয়োজন। গর্ভবতী মায়েদের জন্য নানা আচার অনুষ্ঠান বহুক্ষেত্রে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতিসাধন করতে পারে। নির্দিষ্ট মাত্রায় খাবার গ্রহণ, দীর্ঘ সময় উপবাস থেকে বিরত থাকা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে গর্ভবতী মাকে বিশ্রাম দেওয়া বৈজ্ঞানিক বিধান। অথচ প্রচলিত সামাজিক বিধিতে আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা মায়েদের যথাযথ যত্ন নিতে অক্ষম। এদের জন্য ওঝা-গুনিন, তাবিজ-কবজের নিদান পৌঁছে যায় দুয়ারে দুয়ারে। এখনও সাপেকাটা রুগীর প্রথম চিকিৎসা হয় ওঝার হাতে বহু জায়গায়। ফলে নষ্ট হয় অমূল্য সময়। শিক্ষা বিস্তার যেসব জায়গায় সীমিত, সেইসব জায়গায় এই জাতীয় অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার রমরমা।

গর্ভকালীন অবস্থায় প্রায় ৯ থেকে ১১ কিলোগ্রাম ওজন বাড়া মায়েদের স্বাভাবিক ওজন বাড়ার মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে ৫ থেকে ৭ কিলোগ্রাম ওজন বাড়ার ঘটনা অনেক। গর্ভকালীন অবস্থায় ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নির্ভর করে মায়ের পুষ্টির ওপর। মা অপুষ্ট হলে গর্ভস্থ ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এই কারণে মায়েদের আয়রণ ও ফোলিক অ্যাসিডযুক্ত ট্যাবলেট খাওয়ানোর সরকারি ব্যবস্থা আছে। এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে সাধারণ মানুষকে। পারিবারিক স্তরে মায়ের পুষ্টির দিকে নজর দিতে হবে গর্ভকালীন অবস্থায়। এই প্রসঙ্গে কিছু জীবাণু সংক্রমণের কথা এসে পড়ে।

—এরপর চারের পাতায়

মুদিখানা কর্মচারীর মেয়ে পাপড়ি শিক্ষিকা হতে চায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ জুলাই : সামান্য বেতনের মুদিখানা দোকানের কর্মচারীর মেয়ে পাপড়ি হাজরা ভালো ফল করেছে। মালম্বা গ্রামের মেয়ে এবারকার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে ৪৯৩ পেয়েছে। বিষয়ভিত্তিক নম্বর হল— বাংলা-৯৩, ভূগোল-৯৯, দর্শন-৯৭, সংস্কৃত-৯৯, এডুকেশন-৯৯ এবং এডিশনাল বিষয় ইংরেজি-৯৪। কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার বসন্তপুর এস এস শিক্ষানিকেতনের এই ছাত্রীর ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়া। কিন্তু পরিবারের অর্থাভাবে সে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হতে পারেনি। যার ফলে তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচের কলা বিভাগে সে ভর্তি হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে এখন সে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে স্বপ্নটাও ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা আছে অর্থাভাবে। কারণ তার বাবা সুশান্ত হাজরা মুদিখানা দোকানের চলমান কর্মচারী। আজ এ দোকান কাল সে দোকানে কাজ করে বেড়ান। বাঁধাধরা তাঁর কোনো রোজগার নেই। এমতাবস্থায় পাপড়ির শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে পারে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থার আর্থিক সাহায্য। তার কারর আবেদনে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে যোগাযোগ— ৭৭৯৭৭৬৬০৫৬।

প্রান্তিক কৃষকের মেয়ে শ্রেয়ার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ আগস্ট : প্রান্তিক কৃষকের মেয়ে শ্রেয়া রেজ উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার কুসুমগ্রামের মেয়ে শ্রেয়া বিজ্ঞান বিভাগে ৪৭৭ নম্বর পেয়েছে। বিষয় ভিত্তিক নম্বর হল— বাংলা-৯২, ইংরেজি-৯৭, অঙ্ক-৮৭, রসায়ন বিজ্ঞান-৯৭, পদার্থ বিজ্ঞান-৯৭ এবং জীবন বিজ্ঞান-৯৪। মন্তেশ্বর সাগরবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ছাত্রীর ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। সেই স্বপ্ন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই মাধ্যমিকেও সে ভালো ফল করে। মাধ্যমিকে তার অর্জিত নম্বর ৬৫৮। বর্তমান পরিস্থিতিতে কৃষিতে লোকসান করতে করতে কৃষকদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। তাই প্রান্তিক কৃষক শ্রেয়ার বাবা দেবেশবাবুর সংসার চলাতে গিয়েই প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার উপর শ্রেয়া ও তার দাদার পড়াশুনোর খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব। তাই শ্রেয়ার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নটা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা আছে অর্থাভাবে।

ব্যাজ পরে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাবি দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ আগস্ট : সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া সম্বলিত ব্যাজ পরে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন সিপিআই(এম) কর্মীরা। জেলার সর্বত্র সপ্তাহব্যাপী ব্যাজ পরে দাবি সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। ২৯ জুলাই সিপিআই(এম) কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দাবি দিবস পালিত হয়। এদিনই সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে করোনা সতর্কতা দিবস পালিত হয়। শহরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে জীবাণুমুক্ত স্প্রে করার দাবি ও সতর্কতা সম্বলিত প্রচারপত্র বিলি করা হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন অরুণাভ চক্রবর্তী, রাধেশ্যাম দাস, মনোজ মুখার্জী, নাসির শেখ, নজির শেখ প্রমুখ। মহিলাদের কর্মসূচিতে ছিলেন জনা মুখার্জী, মিত্রা ঘোষ, মণিপ্রভা ভাদুড়ী প্রমুখ।

সিপিআই(এম) গুসকরা পশ্চিম এরিয়া কমিটি ও কৃষকসভার উদ্যোগে ছোটা হাটতলায় দাবি ও সতর্কতা বিষয়ক প্রচার কর্মসূচি পালিত হয়। গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষ, বিক্রেতাদের মাস্ক পরা, নাক মুখ ঢাকা, বারে বারে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া, দূরত্ব বজায় রাখার কথা জানানো হয়। কৃষকসভার এই প্রচারকে ঘিরে সকালবেলায় হাটতলায় সাধারণ মানুষের সমর্থনে খুশি ছড়িয়ে পড়ে। কোহিনুর গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে এই কর্মসূচি খুবই সাড়া ফেলে শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে। বর্ধমান শহরেরও বিভিন্ন এলাকায় ব্যাজ পরা, দাবি সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ জুলাই : বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গতকাল রাতে মৃত্যু হয় এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত রামু তুড়ির বাড়ি মন্তেশ্বর থানার গদারপাড়ায়। এদিন বাড়ির টেবিল ফ্যানটি ঘুরছে না দেখে রামু তুড়ি নিজেই মেরামত করতে যান। মেরামতি করার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে তাঁর স্ত্রী প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি শুরু করেন। প্রতিবেশীরা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় মন্তেশ্বর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু দেখার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক রামু তুড়ি মাসখানেক হল কেরল থেকে বাড়ি ফেরেন। তাঁর পরিবারে স্ত্রী এবং দুই শিশুসন্তান রয়েছে।

কোভিড-যোদ্ধারা সংকটে

—প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। নিজেদের টাকায় মাস্ক কিনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। মাত্র ৩১২৫ টাকা বেতনে দশ বছর কাজ করছি। কোভিড সময়কালে এক হাজার টাকা উৎসাহ ভাতা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। দুমাস পেয়ে দুমাস বন্ধ। ৩১ জুলাই বর্ধমান পুরসভায় ১০০ জন কর্মী নিজেদের দাবি নিয়ে ই ও-র কাছে ডেপুটেশন দেন। আর্থিক দাবি এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়। ই ও অমিত গুহ জানান, ওনাদের আর্থিক দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। পিপিই কীট সহ উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে। কর্মীর অভাবে সব কাজ করা যাচ্ছে না।

মেমারিতে প্রতিবাদ সভা

—প্রথম পাতার পর

করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের রেল ও বিভিন্ন বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে। রাজ্যে লকডাউন ঘোষণায় মুখ্যমন্ত্রীর খামখেয়ালিপনা বন্ধ করে সর্বদল বৈঠক ডাকতে হবে।

সনৎ ব্যানার্জী জানান, মেমারি পৌরসভায় হঠাৎ করে যে এই ৫ দিনের লকডাউন ডাকা হল তাতে করে মানুষ অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে। এই অপরিকল্পিত লকডাউনের ফলে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ বিপদে পড়ছেন।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।
-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

মা, শিশু ও বাড়তি কিছু কথা

—তিনের পাতার পর

রুবেলা বা জার্মান মিসিল্‌স্ খুব সাধারণ রোগ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু গর্ভকালীন অবস্থায় মায়েদের এই ভাইরাস সংক্রমণ হলে গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃদ্‌পিণ্ডের জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। মায়েদের মধ্যে এইচ.আই.ভি সংক্রমণ, হেপাটাইটিস-বি, সাইটোকোলোভাইরাস সংক্রমণ সামগ্রিক জীবনযাপনের অনুন্নত ধারার দিকে দিক নির্দেশ করে। উন্নত জীবনযাপন, সুস্থ সামাজিক জীবন মানুষকে এ জাতীয় সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে। এজন্য মায়েদের পাশাপাশি শিশুর যত্ন নেওয়া একইসঙ্গে পরিবারের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যৌথ। শিশুর জন্মের পর শিশুর টিকাকরণ এই যৌথ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যে রোগগুলির বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয়, সেগুলি হল, টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস, পোলিও, টিটিনাস, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, হাম, হেপাটাইটি-বি, এনসেফেলাইটিস ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ। এই নয়টি রোগের বিরুদ্ধে টিকাকরণ চলতে থাকে গোটা শৈশব জুড়ে। এসবের বাইরে দরিদ্র বিপুল জনগোষ্ঠীর আছে অপুষ্টির সমস্যা, আছে শিক্ষার অভাবজনিত সমস্যা, অনিশ্চিত আয়, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অভাব, মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। কোটি কোটি মানুষকে অন্ধকারে রেখে দিয়ে মুষ্টিমেয় মানুষকে দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য, অতুলনীয় বৈভব, সীমাহীন আধিপত্য। সমাজের এই প্রেক্ষাপটে এই সমস্যাকে দেখতে হবে।

একটি দেশের মানুষ কীভাবে এগোবে সুস্থ জীবনের দিকে, সচ্ছন্দ জীবনের দিকে, দারিদ্রমুক্ত জীবন কীভাবে পেতে পারে আপামর জনসাধারণ, এই ব্যাপারটা নির্ভর করে সেই দেশের রাষ্ট্র পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। পৃথিবীর সব দেশের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্যি। উন্নত দেশগুলি কিছু সমস্যা সমাধানে অনেকটাই সফল। উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যা সেইসব দেশের মানুষের সচেতনতার অভাব। এই সচেতনতার অভাব দেখা যায় রাষ্ট্র পরিচালক থেকে সাধারণ মানুষ অবধি সকলের মধ্যে। রাষ্ট্রশক্তি দরিদ্র, দুর্বল শ্রেণীর বিপুল শোষণের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করার চেষ্টা না করলে, সামাজিক স্থিতি ব্যাহত হতে বাধ্য। দিশাহীন, অনিশ্চিত জীবনে মায়েরা শুধুমাত্র সরকারি ট্যাবলেট আর সামান্য খাবারের প্যাকেট পেয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে পা বাড়াবে, এ আশা আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছু নয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্ভর করছে সামগ্রিক সামাজিক সুস্থিতির ওপর। শিক্ষার বিস্তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতির ওপর নির্ভর করে। শিক্ষান্তে চাকরির আশা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তরাও ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে আমাদের দেশে। নিম্নবিত্ত, দারিদ্রসীমার নীচে যাদের বাস, তাদের প্রতিদিন অস্তিত্বের সঙ্কটে কাটাতে হয়। এই ঘোর অনিশ্চিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা খুব কঠিন কাজ। সার্বিক টিকাকরণ কিছুটা বেঁচে থাকার রসদ যোগায় ঠিকই, শিশু-মৃত্যুও এর দ্বারা কমে; উন্নত জীবন তৈরির কাজ আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। শিক্ষা ছাড়াও, আয়ের নিশ্চয়তা, বাসস্থান, পরিবেশ ইত্যাদি নানা বিষয় জীবন বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ। এই সবই আলোচনার দাবি রাখে। স্বল্প পরিসরে এই আলোচনা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে এই আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হবে সমাজের প্রয়োজনের নিরিখে। বহু মানুষ সেই আলোচনার ময়দানে থাকবে; এই আশার আলো চোখে পড়ে ইতিহাসের আতসকাচে চোখ রাখলে।

২ আগস্ট ২০২০
স্বাস্থ্য বুলেটিন এক ঝলকে
কোভিড–১৯ আপডেট

নতুন সংক্রমণ	২,৭৩৯
আজ কোভিড মুক্ত	২,২১৩
রাজ্যে মৃত্যুর হার	২.২২%
সর্বমোট কোভিড মুক্ত	৫২,৭৩০

আজকের দিনে রাজ্যে মোট কোভিড–১৯ পজিটিভ

হোম আইসোলেশনে	১৩,৪১২
সেফ হোমে	১,৫৬৫
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন	৬,১৩১

কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে কিংবা যে কোনও তথ্য পেতে ফোন করুন ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২ নম্বরে।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

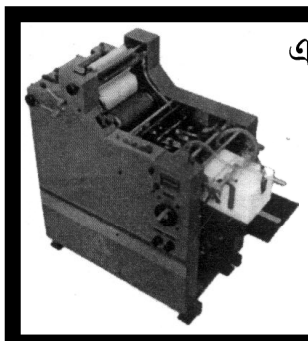
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা